



37829 - যবে ব্যক্তি এশার আগবে তারাবীর সালাত আদায় করে ফলেছে।

প্রশ্ন

প্রশ্ন :

আমি মসজিদে বলিম্বে প্রবশে করছি। ততক্ষণে আমার ছয় রাকাত তারাবীর সালাত ছুটে গেছে। আমি তারাবীর পর এশার সালাত আদায় করছি। তারাবীর যবে ছয় রাকাত ছুটে গেছে এর কাযা আদায় করা কি আমার উপর ওয়াজবি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এশার নামাযে আগবে তারাবীর নামায পড়া ঠকি হয়নি। আপনি এশার নামাযে নয্যিত করে তারাবীর জামাতে যোগে দিতে পারতেন। দুই রাকাত পড়ে ইমাম সালাম ফরানের পর আপনি দাঁড়িয়ে গিয়ে এশার বাকি দুই রাকাত সালাত পূর্ণ করে নিতে পারতেন। ক্বিয়ামুল লাইল (তারাবী, বতিরি, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) এশার সালাতের আগবে হয় না; বরং পরে হয়। বরং এশার সুন্নত নামাযে পরে হয়। আপনি যা আদায় করছেন তা সাধারণ নফল হিসেবে বিবেচিত হবে; ক্বিয়ামুল লাইল হিসেবে ধর্তব্য হবে না।

শাইখ আব্দুল আজিজ বনি বায্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

যদি কোন মুসলিম মসজিদে এসে লোকদেরকতোরাবীর সালাত আদায়রত অবস্থায় পায় এবং সে ব্যক্তি তখনো এশার সালাত আদায় করেনি সেক্ষেত্রে তেনি কি এশার নামাযে নয্যিতে তাদরে সাথে তারাবীর জামাতে যোগে দিতে পারবে?

উত্তরে তনি বলেন:

“আলমেগণরে দুইটা মতরে অধিকতর সঠকি মত অনুসারে তাদরে সাথে এশার নয্যিতে যোগে দিয়ে সালাত আদায় করতে কোন সমস্যা নহে। ইমাম সালাম ফরিলে তনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর অবশিষ্ট সালাত সম্পন্ন করবেন।”যহেতু সহীহবুখারী ও সহীহ মুসলিম এ মু'আয ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার সালাত আদায় করে নজি গোটরে ফরিয়ে গিয়ে তাদরেক এশার সালাত পড়াতেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারটির বিরোধিতা করনেন।এ হাদিসি প্রমাণ করে যে, নফল সালাত আদায়কারী ব্যক্তরি পছিনে ফরয় সালাত আদায়কারী ব্যক্তরি সালাত আদায় করা জায়যে।



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সহীহ গ্রন্থে এসেছে যে, কোন এক সালাতুল খওফ (ভয়রে সময়ের সংক্ষপেতি নামায)এর সময় এক গ্রুপকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফরিয়ি ফেলেনে। আবার দ্বিতীয় গ্রুপকে নিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করে সালাম ফরিন। এক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরে প্রথমবারে আদায়কৃত নামাযহচ্ছে- ফরয। কনিতু দ্বিতীয় বারেনামায তাঁর জন্য নফল, তাঁর পছনে সালাত আদায়কারীদরে জন্য ফরজ। আল্লাহই তাওফিক দাতা।

[মাজমূ ফাতাওয়াস্ শাইখ ইবনে বায (১২/১৮১)]

শাইখ আরও বলেন: “ সুননত পদ্ধতি হচ্ছে- রমজানে বা অন্য সময়ে এশার সুননত নামাযেরে পরে তাহাজ্জুদ এর সালাত আদায় করা, যমেনটনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতনে। এক্ষতেরে তাহাজ্জুদ এর সালাত বাড়ীতে বা মসজদিতে আদায়ে কোন পার্থক্য নহে।”

[মাজমূ ফাতাওয়াআশ শাইখ ইবনে বায (১১/৩৬৮)]

আর আপনার তারাবীর যে সালাত ছুটে গেছে সে ব্যাপারে আপনার অবকাশ রয়েছে। আপনি চাইলে তা আদায় করতে পারনে। আবার চাইলে তা ছড়েওে দতিপোরনে। তারাবীর নামায নফল ইবাদত। এর কাযা আদায় করা ওয়াজবি নয়, যভোবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেরে কাযা আদায় ওয়াজবি।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।